সংবাদ

23 OCT 2016

ইসলামপুরে মাদ্রাসা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

প্রতিনিধি, জামালপুর

জামালপুরের ইসলামপুর ইসলামীয়া ফাজিল মাদ্রাসা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্য এবং মাদ্রাসার বিভিন্ন আয়ের খাত, শিক্ষকদের ১২ বছরের টিউশন ফি ও শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা থেকে মোট ৩৫ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই অধ্যক্ষ সরকারি বিধি লঙ্ঘন করে মেয়াদ উত্তীর্ণ মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরে ব্যাংক থেকে শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন-ভাতা উত্তোলন করছেন বলে অভিযোগ করেছেন একই মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষক কর্মচারীরা। এছাড়াও ওই অধ্যক্ষ প্রায় ১৪ বছর ধরে মাদ্রাসার বিদ্যুৎ অবৈধভাবে নিজ বাড়িতে ব্যবহার এবং মাদ্রাসার ৪ শতাংশ জমি নিজের নামে লিখে নেয়াসহ তার নানা অনিয়ম দুর্নীতি আড়াল করতে অবৈধভাবে মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি পরিবর্তনেরও পাঁয়তারা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটির সাবেক সদস্য ও শিক্ষক-কর্মচারীদের অভিযোগে জানা গেছে, ইসলামপুর ইসলামীয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ বিন দানেস সম্প্রতি মাদ্রাসায় দুজন শিক্ষক নিয়োগের সময় মাদ্রাসা উন্নয়নের অজুহাতে ১৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেছেন। তিনি ওই মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষকদের জন্য বিগত ১২ বছরে সরকারের বরাদ্দকৃত উপবৃত্তির টিউশন ফি বাবদ প্রায় ছয় লক্ষ টাকা এবং সেকায়েপের উদ্দীপনা পুরস্কারের এক লাখ টাকাও আত্মসাৎ করেছেন। এছাড়াও অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ বিন দানেস ২০১০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীদের দাখিল, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষার ফরম ফিলাপের আয় থেকে ১২ লাখ টাকা এবং শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন ফি এবং সনদপত্র ও নম্বরপত্র ফি হতে আরও প্রায় ২ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে মাদ্রাসার অভিযুক্ত অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ বিন দানেস বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে শিক্ষকদের আনীত অভিযোগের কোন সত্যতা নেই। মূলতঃ মাদ্রাসার কিছু শিক্ষক-কর্মচারীরা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহলে কিছু মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করেছে'।

ইসলামপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবদুস ছালাম জানান, ইসলামপুরের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইসলামপুর ইসলামীয়া ফাজিল মাদ্রাসা। এ মাদ্রাসাটির সুনাম অধ্যক্ষের নানা অনিয়ম দুর্নীতির কারণে কলুষিত হচ্ছে এবং মাদ্রাসাটির শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছে। তাই এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা প্রস্তুতসহ গণতান্ত্রিকভাবে অভিভাবক সদস্য, দাতা সদস্য ও শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন করতঃ সরকারি বিধি মোতাবেক কমিটি গঠন করতে হবে।